সপ্তম অধ্যায়

অযথার্থ যাত্রী: দুর্গম পর্বত

স্বপ্নে দেখলাম, ***খ্রীষ্টিয়ান*** যেতে যেতে একটা নিচু জায়গায় গিয়ে হাজির হল। সেখান থেকে সে দেখতে পেল, রাস্তা থেকে একটু দূরে তিনজন লোক বেঘোরে ঘুমোচ্ছে, তাদের পায়ে বেড়ি লাগানো। তাদের নাম ***অবিবেচক, অলস*** ও ***দুঃসাহসী***। ***খ্রীষ্টিয়ান*** তাদের এভাবে ঘুমোতে দেখে জাগিয়ে দেবার জন্য কাছে গিয়ে বলল, "ওহে, তোমরা যে জাহাজের মাস্তুলের উপরে শয়নকারীদের মত শুয়ে আছ (হিতোপদেশ ২৩: ৩৪), তোমাদের নিচেই মৃত্যুরূপ অতল সমুদ্র। সুতরাং উঠে পড়, চলে এস;আর যদি বল, তবে তোমাদের পায়ের বেড়িও খুলে দিতে পারি। তা না হলে, যে-জন গর্জনকারী সিংহের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে (১পিতর ৫:৮), সে এসে পড়লে প্রাণ হারাতে হবে।" এ কথা শুনে তারা তার দিকে তাকাল। তার পর ***অবিবেচক*** বলল, "কই, কোন বিপদ তো দেখছি নে?" ***অলস*** বলল, "চুপ কর, আর একটু ঘুমিয়ে নিই।" ***দুঃসাহসী*** বলল, "আরে যাও, নিজের চরকায় তেল দাও গিয়ে।" এই বলে তারা আবার ঘুমিয়ে পড়ল দেখে, ***খ্রীষ্টিয়ান*** নিজের পথে চলে গেল। যেতে যেতে ভাবতে লাগল, লোকগুলো এমন বিপদের মধ্যে রয়েছে, জাগিয়ে দিয়ে ভাল পরামর্শ দিলাম, পায়ের বেড়ি খুলে দিতে চাইলাম, তবুও আমার কথা গায়ে মাখলো না! এই চিন্তা তাকে ব্যথিত করে তুলল। এমন সময়ে দেখতে পেল, সংকীর্ণ পথের বাঁ দিকে প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে দু-জন লোক নামছে। তাদের একজনের নাম ***রীতি-অনুসরণ***, অন্য জনের নাম ভণ্ড। খুব কাছে এলে তাদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হল।

খ্রীষ্টিয়ান জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কোথা থেকে আসছ? যাবেই বা কোথায়?"

রীতি-অনুসরণ উত্তরে বলল, "***ব্যর্থ-গৌরব*** নগরে আমাদের জন্ম;যশের আশায় *সিয়োন* পর্বতে চলেছি।"

খ্রীষ্টিয়ান— কিন্তু পথের প্রবেশ-দ্বার দিয়ে না এসে প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে এলে কেন? "যে ব্যক্তি সদর দরজা দিয়ে মেষের বাথানে না ঢুকে অন্য দিক দিয়ে টপকে ঢোকে, সে চোর বা ডাকাত ছাড়া আর কিছুই নয় (যোহন ১০:১) তা কি জান না?" — যারা নিজ ধর্মের রীতি-নীতি পালন করে পরিত্রাণ পেতে চেষ্টা করে, "রীতি-অনুসরণ" সেই লোকদের প্রতীক। যারা প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক নয়, কিন্তু ধার্মিক বলে দেখায়, "ভণ্ড" তাদের নিদর্শন। দু-জনেই খ্রীষ্ট-বিহীন, কিন্তু খ্রীষ্টই পরিত্রাণ-পথের একমাত্র দুয়ার। সেই দরজা দিয়ে না গেলে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না।

রীতি-অনুসরণ ও **ভণ্ড** উত্তর দিল, "সে দরজা আমাদের দেশ থেকে অনেক দূর; তাই অতটা না ঘুরে, সোজাসুজি প্রাচীর টপকে আমাদের দেশের লোকেরা এখানে এসে থাকে।"

খ্রীষ্টিয়ান— কিন্তু আমাদের গন্তব্য নগরের রাজার প্রকাশিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করলে কি অনধিকার প্রবেশের দোষ হয় না?

তারা বলল, "তা নিয়ে তোমার মাথা-ব্যথার প্রয়োজন নেই। আমরা দেশের রীতি অনুসারে কাজ করেছি; দরকার হলে হাজার বছরের নজির দেখাতে পারি।"

খ্রীষ্টিয়ান— তোমাদের দেশের রীতি কি বিধান অনুমোদিত?

রীতি-অনুসরণ ও ভণ্ড — নিশ্চয়ই। হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে এই রীতি চলে আসছে। সুতরাং যে কোন নিরপেক্ষ বিচারক এ প্রথার স্বীকৃতি দেবেন। তা ছাড়া, এখন তো পথে এসে পড়েছি, তবে কিভাবে এলাম সে কথা উল্লেখের প্রয়োজনই বা কি? পথে এসে পড়তে পারলেই তো হল। তুমি দরজা দিয়ে এসে যে পথে চলেছ, আমরা প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে এসেও সেই পথে চলেছি; তা হলে তোমার অবস্থা আমাদের থেকে কিসে ভাল?

খ্রীষ্টিয়ান— যিনি সর্বময় অধিকর্তা, আমি তাঁর নিয়ম মেনে চলি, আর তোমরা নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে চল। সুতরাং এ পথের মালিক, তোমাদের চোর বলে গণ্য করবেন। আমার মনে হয়, পথের শেষে তোমরা যথার্থ যাত্রী হিসাবে গণ্য হবে না। তোমরা রাজার অনুমতি ছাড়া নিজেদের খুশি মত এসেছ; কাজেই নিজেদের দোষেই তাঁর করুণা থেকে বঞ্চি ত হবে।

এ সব শুনে তারা বড় একটা কিছু বলল না; শুধু বলল, "যাও, নিজের চরকায় তেল দাও গিয়ে।"

তার পর দেখলাম, কেউ কারও সঙ্গে বিশেষ কোন কথা বলছে না, নিজের নিজের পথে চলছে। খানিকক্ষণ পরে তারা ***খ্রীষ্টিয়ানকে*** বলল, "নিয়ম-কানুন ও রীতি-নীতি আমরা তোমার মত মন দিয়ে পালন করব, এতে কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং তোমার থেকে আমরা কিসে ভিন্ন? শুধু তোমার ঐ কাপড়খানার জন্য কিছুটা পার্থক্য দেখা যাচ্ছে; নিশ্চয়ই কোন প্রতিবেশী লজ্জা নিবারণের জন্য দয়া করে ওটা দিয়েছে।"

খ্রীষ্টিয়ান— নিয়ম-কানুন ও রীতি-নীতি মেনে চলার দ্বারা তোমাদের মুক্তি হবে না, কারণ তোমরা দরজা দিয়ে এই পথে প্রবেশ করনি। শাস্ত্র বলে, "মানুষ নিয়ম-কানুন সম্মত কার্যের ফলে নয়, কেবল যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস দ্বারা ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়। আমরাও যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করেছি, যেন নিয়ম-কানুন সম্মত কার্যের ফলে নয়, কিন্তু খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসের গুণে ধার্মিক প্রতিপন্ন হই। কারণ নিয়ম-কানুন সম্মত কার্যের ফলে কোন মানুষই ধার্মিক গণ্য হয় না" (গালাতীয় ২:১৬)। আর আমার এই কাপড়খানা দেখছ, যেখানে যাচ্ছি সে-দেশের রাজা এটা আমাকে দিয়েছেন। তোমরা বলছ, আমার উলঙ্গতার লজ্জা

নিবারণের জন্য এটা দেওয়া হয়েছে, তা-ও ঠিক। কারণ ঈশ্বর আমাকে পরিত্রাণ-বস্ত্র পরিয়েছেন, ধার্মিকতা পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন করেছেন (যিশাইয় ৬১:১০)। আগে আমার কয়েকটা ছেঁড়া নেকড়া ছাড়া আর কিছু ছিল না; তাই এই কাপড়খানা আমার প্রতি তাঁর দয়ার নিদর্শন বলে মনে করি। আবার পথ চলতে চলতে সে কথা স্মরণ করে মনকে সান্ত্বনা দিই। আর বোধ হয়, নগরের দরজায় পৌঁছলে রাজা আমাকে দেখেই চিনতে পারবেন; কারণ তাঁর দেওয়া কাপড় আমার গায়ে থাকবে। তিনি আমার শতছিন্ন বস্ত্র খুলে ফেলে দিয়ে এই কাপড় বিনামূল্যে দিয়েছিলেন। তা ছাড়া, আমার কপালে একটা চিহ্ন আছে, হয়তো তা তোমাদের চোখে পড়েনি। যেদিন আমার পিঠ থেকে বোঝাটা খুলে পড়েছিল, সেইদিন রাজার এক কর্মচারী আমার কপালে এই ছাপ দিয়ে দেন এবং পথে সান্ত্বনা লাভের জন্য আমাকে একটা সীলমোহর মারা গুটানো বই দেন। তিনি বলে দিয়েছেন, এই বই দেখালে আমি নিশ্চয়ই সেই স্বর্গীয় দ্বারে প্রবেশ করতে পারব। আমি বিশ্বাস করি, তোমাদেরও এ সমস্তের দরকার আছে; কিন্তু দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করনি, তাই পাওনি।

এ সব কথা শুনে তারা কোন উত্তর দিল না; পরস্পর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল। তার পর দেখলাম, সবাই যেতে লাগল। কিন্তু ***খ্রীষ্টিয়ান*** আগে আগে চলল, কারও সঙ্গে কোন কথা বলল না, কেবল নিজ মনে কথা বলতে লাগল; কখনও বা মনমরা হয়ে, কখনও বা আনন্দে পথ চলতে লাগল। আর উজ্জ্বল রূপধারী লোকটি যে গুটানো বইটা তাকে দিয়েছিলেন, মাঝে মাঝে তা পড়তে লাগল।

তার পর স্বপ্নে দেখলাম, যেতে যেতে তারা ***দুর্গম*** নামক পাহাড়ের পাদদেশে হাজির হল; সেখানে ছিল একটা জলের উনুই। সংকীর্ণ দুয়ার থেকে সোজা যে পথ এসেছে, তা ছাড়াও আরও দুটো পথ পাহাড়ের দু'পাশ দিয়ে গিয়েছে। সংকীর্ণ দুয়ারের পথটা বরাবর *দুর্গম* পাহাড়ের উপর দিয়ে গিয়েছে। তখন ***খ্রীষ্টিয়ান*** এগিয়ে গিয়ে উনুইয়ের জল (যিশাইয় ৪৯:১০) পান করে প্রাণ ঠাণ্ডা করল। — স্বর্গযাত্রায় যেসব দুর্গম পাহাড় পড়ে, তার প্রত্যেকটার পাদদেশে ঈশ্বর জলের উনুইয়ের ব্যবস্থা করে রেখেছেন, যেন জল পান করে আমরা পাহাড়ে উঠবার শক্তি লাভ করি। সেই উনুই খ্রীষ্টের অনুগ্রহ (যোহন ৪:১৬; ফিলিপীয় ৪:১৩)। "যিনি তাদের ভালবাসেন, তিনি তাদের পরিচালিত করবেন, নিয়ে যাবেন জলের উনুইয়ের কাছে" — যিশাইয় ৪৯:১০। — তার পর পাহাড়ে উঠতে শুরু করল। যেতে যেতে এই গান ধরল —

পাহাড় ওই আকাশ ছুঁয়ে—
দাঁড়িয়ে আছে আগে।
শিরে তার মেঘের বাঁধন,
মন আমার হয় উচাটন,
ছুটে যাই পথের শেষে, মেঘের দেশে,
আলোর রাশি দিনের শেষে,

যাত্রিকের গতি

যেথায় গিয়ে জাগে।
বাধা যদি শতেক আসে,
আসুক, আমি জিনিব ত্রাসে।
শিখরের ওপার আঁকা,
"জীবনের" পথের রেখা।
যে পথের কঠিন শিলা,
নিদাঘের তপ্ত ধূলা,
ব্যথা আর শ্রান্তি আনি দিবে অবিরত,
সে পথের দুঃখ শেষে,
স্বরগের শান্তি আসে,—
আমি বেদনায় অশ্রু চোখে—
অপার আনন্দ বুকে—
ভুলে সব ব্যথা-বেদন—
চলব সে পথ বেয়ে।

রীতি-অনুসরণ ও **ভণ্ড** ও পাহাড়ের পাদদেশে এসে তাকিয়ে দেখল, পাহাড়টা বড্ড উঁচু, দুর্গম, কিন্তু দু'পাশ দিয়ে আরও দুটো পথ চলে গিয়েছে। তারা ভাবল পাহাড়ের উপর দিয়ে যে-পথে ***খ্রীষ্টিয়ান*** গিয়েছে, এই পথ দুটো নিশ্চয় পাহাড়ের অপর দিকে সেই পথের সঙ্গে মিশেছে, তাই তার এক একটা পথ বেছে নিয়ে তারা এগিয়ে চলল। পথ দুটোর একটার নাম ***বিপদ***, অপরটার নাম ***বিনাশ***। প্রথম জন ***(রীতি-অনুসরণ), বিপদ*** নামক পথ ধরে যেতে যেতে এক বনের মধ্যে গিয়ে পড়ল; অন্যজন ***(ভণ্ড), বিনাশ*** নামক পথ ধরে যেতে যেতে প্রকাণ্ড এক মাঠে গিয়ে পড়ল; জায়গাটা ছিল পাথুরে ও অন্ধকারময়, যেতে যেতে বেচারা উছোট খেয়ে পড়ে গেল, আর উঠতে পারল না।

আমি ***খ্রীষ্টিয়ানের*** পাহাড়ে ওঠা দেখতে লাগলাম; প্রথমটা বেশ তাড়াতাড়ি উঠছিল, ক্রমে গতি কমে গেল, শেষে পাহাড়ের এমন স্থানে গিয়ে পৌঁছলো যে, তাকে হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে হল।

এই পাহাড়ে পথের মাঝামাঝি স্থানে সুন্দর একটা কুঞ্জ ছিল। পর্বতের মালিক পথিকদের বিশ্রামের ও শ্রান্তি দূর করার জন্য এই কুঞ্জ প্রস্তুত রেখেছেন। ***খ্রীষ্টিয়ান*** এই কুঞ্জ পর্যন্ত উঠে বিশ্রাম করতে বসল, এবং নিজের সান্ত্বনার জন্য বুকের ভিতর থেকে বইটা বের করে পড়তে লাগল, আর মাঝে মাঝে ক্রুশের কাছে পাওয়া তার বস্ত্রের দিকে তাকাতে লাগল। বিশ্রাম নিতে নিতে সে ঘুমিয়ে পড়ল, প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত সে ঘুমালো; ঘুমের ঘোরে তার হাত থেকে বইখানা পড়ে গেল। এমন সময় একজন লোক কাছে এসে তাকে জাগিয়ে বললেন, "হে অলস, তুমি পিপীলিকাকে লক্ষ্য কর, তার কার্যকলাপ দেখে জ্ঞান অর্জন কর" (হিতোপদেশ ৬: ৬)। এ কথা শুনেই ***খ্রীষ্টিয়ান*** উঠে বেগে দৌড়তে দৌড়তে পর্বতের চূড়োয় গিয়ে পৌঁছল।

দুর্গম পাহাড়

খ্রীষ্টিয়ান পাহাড়ের চূড়োয় পৌঁছলে দুজন লোক দ্রুতপদে তার কাছে এল, একজনের নাম *ভীরু*, আর অন্য জনের নাম ***সন্দিগ্ধমনা***। ***খ্রীষ্টিয়ান*** তাদের জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপার কি? তোমরা যে বিপরীত দিকে যাচ্ছ?" *ভীরু* উত্তর করল, "আমরা *সিয়োনে* যাব মনে করে প্রথম দুর্গম স্থান পার হয়ে এসেছিলাম। কিন্তু যতই এগোচ্ছি, ততই বেশি বিপদে পড়তে হচ্ছে, তাই ফিরে যাচ্ছি।"

সন্দিগ্ধমনা বলল, "আর সাধ করে কি ফিরে যাচ্ছি?" আমাদের সামনে পথের মাঝখানে দুটো সিংহ শুয়েছিল। তারা ঘুমিয়েছিল, না জেগে ছিল, বলতে পারব না। কাছে গেলে তো আমাদের টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলত। ভয়ে এখনও আমাদের প্রাণ দুরদুর করছে।"

খ্রীষ্টিয়ান— তোমাদের কথা শুনে তো আমারও ভয় হচ্ছে;কিন্তু কোথায় গিয়ে প্রাণ বাঁচাই? আমার নিজের দেশও অগ্নি ও গন্ধ কে পুড়ে গিয়েছে। সেখানে গেলে নিশ্চি ত মৃত্যু। যদি কোনও মতে স্বর্গীয় রাজধানীতে গিয়ে পৌঁছতে পারি, তা হলে নিশ্চ য়ই নিরাপদে থাকতে পারব। সুতরাং যা ঘটে ঘটুক, ***সিয়োনে*** আমি যাবই যাব। ফিরে গেলে মৃত্যু নিশ্চি ত, আর এগিয়ে গেলে মৃত্যুর আশঙ্কা আছে, কিন্তু একবার পৌঁছতে পারলে অনন্ত জীবনে অবশ্যই প্রবেশ করতে পারব।

খ্রীষ্টিয়ানের এই ভাবগতিক দেখে ***ভীরু*** ও ***সন্দিগ্ধমনা*** নেমে সোজা পাহাড়ের নিচে চলে গেল, আর ***খ্রীষ্টিয়ান*** আপন পথে যেতে লাগল;কিন্তু যেতে যেতে এই দু-জনের কথা বার বার তার মনে পড়তে লাগল, তাই সান্ত্বনা লাভের জন্য গুটানো বইখানা পড়বে বলে বুকে হাত দিয়ে দেখে বইখানা নেই! ***খ্রীষ্টিয়ান*** অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল, কী করবে ভেবে স্থির করতে পারল না। কেননা দুঃখের মধ্যেও যা থেকে সান্ত্বনা পেত, এবং যা ছিল রাজধানীর প্রবেশপত্র, তা হারিয়ে গেছে, এখন উপায়? বেচারা ***খ্রীষ্টিয়ান*** ভেবে আকুল;এমন সময় তার মনে পড়ল, পথের মধ্যে কুঞ্জবনে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তক্ষুনি সে নতজানু হয়ে তার ভুলের জন্য ***ঈশ্বরের*** কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করল। তার পর বইয়ের খোঁজে ফিরে চলল। যেতে যেতে আফসোস করে কখনো কাঁদতে লাগল, কখনও বা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। কেবল বিশ্রাম নেবার জন্য যে কুঞ্জ নির্মিত হয়েছে, সেখানে সে বোকার মত ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল;আর পথের দু'দিক ভাল করে দেখতে লাগল, যদি গুটানো বইটা পাওয়া যায়। বার বার তার মনে হতে লাগল, পথ চলতে চলতে কত বার এই বই পড়ে সে সান্ত্বনা লাভ করেছে। আরো খানিকটা এগিয়ে গেলে কুঞ্জ দেখতে পেল। ওখানে বসে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তা মনে হতে তার মনোকষ্ট আরও বেড়ে গেল। — "সুতরাং আমরা যেন অন্যান্যদের মত নিদ্রিত না থাকি, বরং জাগ্রত ও সংযত থাকি। রাত্রেই লোকে ঘুমায়, রাত্রেই মাতাল হয়। কিন্তু আমরা দিবসের বলেই এস, আমরা সংযমী হই, বিশ্বাস ও প্রেমের বক্ষত্রাণ, এবং মুক্তির প্রত্যাশার শিরস্ত্রাণ ধারণ করি" (১থিষলনিকীয় ৫:৬-৮)। "তবুও তোমার বিরুদ্ধে

আমার বক্তব্য এই, তুমি প্রথম প্রেম থেকে বিচ্যুত হয়েছ" (প্রকাশিত. ২:৪)। — তাই সে পাপ-নিদ্রার জন্য বিলাপ করে বলতে লাগল, "হায়! হায়! কি নরাধম আমি যে, দিনমানেই মাংসের এত আরাম চেয়েছিলাম, যাত্রীদের আত্মার পরিতৃপ্তির জন্য প্রভু যে কুঞ্জ নির্মাণ করে দিয়েছেন, তা মাংসিক সুখের জন্য ব্যবহার করেছিলাম। হায় রে! কত পথ আমাকে বৃথা চলতে হল। ইস্রায়েল জাতিও অনুরূপ বিড়ম্বনায় পড়েছিল। পাপের জন্য তাদের সূফ সাগর থেকে ফিরে আসতে হয়েছিল। যদি পাপনিদ্রায় মগ্ন না হতাম, তা হলে, আজ দুঃখের সঙ্গে পা ফেলতে হত না; মনের আনন্দে কত দূর চলে যেতাম। যে পথ একবারেই অতিক্রম করতাম, সেই পথ তিনবার হাঁটতে হল। সারাটা দিন বৃথা গেল, এখন যে রাত এসে পড়েছে; হায়! যদি না ঘুমিয়ে পড়তাম!"

এইভাবে দুঃখ করতে করতে সে পুনরায় কুঞ্জে ফিরে এল, এবং বেঞ্চে বসে বিলাপ করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে ঈশ্বরের অনুগ্রহে নিচের দিকে তাকিয়ে বেঞ্চে র নিচে গুটানো বইখানা দেখতে পেল, এবং কাঁপতে কাঁপতে হাতে তুলে নিয়ে বুকের ভিতর রেখে দিল। হারানো ধনরূপ গুটানো বইখানা ফিরে পেয়ে তার যে কী আনন্দ হয়েছিল, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কারণ ঐ বইখানা ছিল জীবনের ও গন্তব্যস্থানের প্রবেশপত্র। নিচের দিকে দৃষ্টি পড়েছিল বলে সে ***ঈশ্বরের*** ধন্যবাদ করল, এবং বইখানা সযত্নে বুকে রেখে আনন্দাশ্রু ফেলতে ফেলতে আবার যাত্রা শুরু করল। এখন সে দ্রুতপদে পাহাড়ে উঠতে লাগল, খানিকটা গেলে সূর্য অস্ত গেল, অন্ধ কার ঘনিয়ে এল। তখন তার মনে পড়ল, ঘুমিয়ে পড়াতে কী সর্বনাশটা হয়েছিল, তাই বিলাপ করে বলতে লাগল, "হায় রে পাপনিদ্রা, তোর জন্য আমার এই দুঃখ! এত দেরি! সূর্য ডুবে গেছে, চারদিক অন্ধ কার হয়ে গেছে, হিংস্র জন্তুর গর্জন কানে আসছে।" আবার ***সন্দিগ্ধমনা*** ও ***ভীরু*** যে দুটো সিংহ দেখে ভয় পেয়েছিল, সে কথাও তার মনে পড়ল। তখন সে মনে মনে ভাবল, রাতে সিংহেরা শিকারের খোঁজে বার হয়, যদি আমাকে দেখতে পায়, তা হলে তো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে, এখন উপায়? প্রাণ বাঁচাব কী করে? এই সব দুশ্চিন্তা নিয়ে বেচারা পথ চলতে লাগল। এমন সময়ে উপরের দিকে তাকাতেই পথের পাশে *রম্য* নামে একটা মনোরম গৃহ চোখে পড়ল।